ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন
এর সহ-অর্থায়নে পরিচালিত

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

উচ্চাস

• নিউজলেটার ইস্যু ৭ • জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২০

গ্রাম আদালতের স্থায়িত্বশীলতা:
এএসিও'দের অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ

বাংলাদেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথকে সহজ ও সুগম করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ২০১৬ সাল থেকে সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদান্তে গ্রাম আদালত কার্যক্রম চলমান রাখার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত গ্রাম আদালত সহকারীদের (ভিসিএ) নিকট থেকে গ্রাম আদালত কার্যক্রম সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর (এএসিও)-এর নিকট হস্তান্তর করা। এর ফলে প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়নসমূহে গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সহযোগিতা ও নথিপত্র ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রাম আদালত সহকারীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট এএসিওগণ দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং প্রকল্পভুক্ত সহযোগী বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) কর্মীদের অবর্তমানে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

গ্রাম আদালত স্থায়ীভাবে কার্যকরী করার লক্ষ্যে এবং প্রকল্পের অর্জিত গতিশীলতা অব্যাহত রাখতে হিসাব-সহকারী-কাম কম্পিউটার অপারেটর-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত অর্পিত অন্যান্য দায়-দায়িত্বের মধ্যে গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা অর্থাৎ গ্রাম আদালতের সাচিবিক দায়িত্ব পালন এবং মামলার নথি ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করা

খুলনা অঞ্চলের এএসিও'দের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সিলেট অঞ্চলের এএসিও'দের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীগণ

এএসিওদের অন্যতম দায়িত্ব। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সকল ইউনিয়নে এএসিও 'র নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকায় ৩৭৭ জন এএসিও 'র নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্প কর্তৃক ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ৩৭৬ জনকে গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্প এলাকার ১৩টি জেলায় মোট ৩৭৬ জন এএসিও-এর নিকট পুরোপুরিভাবে গ্রাম আদালত সংক্রান্ত দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়েছে। গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ এএসিওদের জন্য গ্রাম আদালত সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের একটি সুযোগ এবং প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে এএসিওদেরকে এই কার্যক্রমগুলি চালিয়ে যেতে হবে যা এতদিন ভিসিএ করে আসছে।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ভিসিএ কর্তৃক হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটরদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের মাধ্যমে গ্রাম আদালত কার্যক্রমে তাদের নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা, এতদ্‌সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মপরিবেশ তৈরি করা।

এরই ধারাবাহিকতায় এএসিওদের নিকট দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে হস্তান্তর, পরবর্তীতে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিতকরণ এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার-এর সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রকল্পভুক্ত জেলার সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী, এএসিও, সহযোগী বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর, প্রকল্প এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমানে ''বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের ৮টি বিভাগের ২৭টি জেলার আওতাধীন ১২৮টি উপজেলার ১,০৮০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতেই প্রকল্পটি এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

করোনাকালীণ সময়েও সচল ছিল গ্রাম আদালত কার্যক্রম

করোনা মহামারীর মধ্যে সারা বাংলাদেশে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় সচল ছিল গ্রাম আদালত প্রকল্পের কার্যক্রম। প্রকল্পভুক্ত সমভূমি এলাকায় ২০২০-২১ অর্থবছরে (জুলাই- ডিসেম্বর ২০২০) ১,০৮০টি ইউনিয়নে ৩৬,৯০৬টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে যার মধ্যে ৩৩,২৬০টি মামলায় গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত (রায়) প্রদান করা হয়েছে এবং ৩২,৩২৯টি সিদ্ধান্ত (৯৭%) বাস্তবায়িত হয়েছে। নথিভুক্ত মামলার মধ্যে ১,২০২টি মামলা জেলা আদালত ও থানা থেকে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে যা উচ্চ আদালতে মামলার জট কমাতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। মোট ১১,৩৬০ জন নারী (প্রায় ৩০%) গ্রাম আদালত থেকে বিচারিক সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মামলা দায়ের করেছে। গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সর্বমোট ২৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার সমমূল্যের আর্থিক পাওনা/সুবিধা আদায় করে আবেদনকারীকে প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

তথ্য কণিকা

(জুলাই ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২০)

গ্রাম আদালত কার্যক্রম

১০৮০

ইউনিয়ন পরিষদে

২.১ কোটি

গ্রামীন জনগণের দোরগোড়ায় সেবা

গ্রাম আদালত ২০১৭-২০২০

- মোট গৃহীত মামলা — ২২৩,২৭১
- মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলা — ১৮৭,০৫৭
- মোট রায় বাস্তবায়ন — ১৭৫,৮৮৭
- মোট নারী আবেদনকারী — ৬৬,০১৬

মামলা নিষ্পত্তির গড় সময়
২২ দিন

ন্যূনতম ফি
ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে
১০ টাকা মাত্র
দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে
২০ টাকা মাত্র

জরিমানা ও ক্ষতিপূরণসহ মোট অর্থ আদায়
১৮২.৫১ কোটি টাকা মাত্র

গ্রাম আদালত ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে দূরত্ব(গড়ে)
১.৫ কি.মি.

৯৬ শতাংশ
সেবা গ্রহীতা গ্রাম আদালতের সেবার উপর সন্তুষ্ট

অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে সঠিক বিচার পেতে, চলো যাই গ্রাম আদালতে...

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব তাজুল ইসলাম গ্রাম আদালতের আইনগত কাঠামো সংস্কারের উদ্দেশ্যে গত ২৯ নভেম্বর ২০২০ একটি পরামর্শ সভায় বক্তব্য রাখছেন।

গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ সংশোধনের লক্ষ্যে পরামর্শ সভা

গ্রাম আদালতের আইনগত কাঠামো সংস্কারের উদ্দেশ্যে ২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউএনডিপির সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে একটি পরামর্শ সভা আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে এই পরামর্শ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব তাজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত রেন্সজে তেরিংক এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন । সভায় অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মরণ কুমার চক্রবর্তী, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী, প্রকল্প এলাকা হতে আগত জেলা প্রশাসকবৃন্দ, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এবং বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের সিনিয়র প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব সরদার এম আসাদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

আইনটি সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রাম আদালতের আর্থিক এখতিয়ার বৃদ্ধি করা, অন্যান্য আইনের সাথে সামঞ্জস্য ও সুস্পষ্টতা আনয়ন, গ্রাম আদালত পরিচালন প্রক্রিয়া সহজতর করা, সেবা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গ্রাম আদালতে নারীর অভিগম্যতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং নতুন বিষয়বস্তুগত এখতিয়ার যুক্ত করে নিষ্পত্তিযোগ্য বিরোধের পরিসর বৃদ্ধি করা।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, এম.পি. বলেছেন, দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে গ্রাম আদালতকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার কোনো বিকল্প নেই। গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করতে পারলে জেলা পর্যায়ের আদালতসমূহে মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেন, গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ জারির পর ২০১৩ সালে আইনটির প্রথম সংশোধনী আনয়ন এবং ২০১৬ সালে গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬ জারি করা হয়। গ্রাম আদালতের বিচার ব্যবস্থায় মানবাধিকারের মূলনীতিসমূহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। গ্রাম আদালতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, এমনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাতে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সহাবস্থান, সহমর্মিতা, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি ও সমঝোতা সৃষ্টি হয় যাতে ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে পুনরায় বিরোধ

সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায় এবং পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পুনঃর্মিলন ঘটে।

এ সভায় শিখন, সুপারিশ, মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও প্রতিফলন এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা ইত্যাদির আলোকে গ্রাম আদালতের আইনী কাঠামো সংশোধনীর প্রস্তাবনা বিষয়ে অংশীজনদের প্রদত্ত সুচিন্তিত অভিমত গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করবে, জেলা পর্যায়ের আদালতসমূহে মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথি গ্রাম আদালত সক্রিয় করার কার্যক্রম পরিচালনায় একদশক জুড়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে সরকারের পাশে থাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও ইউএনডিপি বাংলাদেশকে কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানান।

সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায় বিচারের সুযোগ সৃষ্টি করতে ৭ বছর মেয়াদী (২০০৯-২০১৫) ''অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস্ ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের ১৪টি জেলার ৩৫১টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হয় হয়। পরীক্ষামূলক প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটির ২য় পর্যায় অর্থাৎ 'বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের সমভূমি এলাকায় ৮টি বিভাগের ২৭টি জেলার ১২৮টি উপজেলার ১,০৮০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রামেও এর কার্যক্রম বিস্তৃত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ জনাব মরণ কুমার চক্রবর্তী বলেন, গ্রাম আদালতের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে জেলা আদালত থেকে স্থানান্তরিত ১০ হাজারেরও অধিক মামলাসহ দুই লক্ষাধিক মামলার নিষ্পত্তি। এটি উচ্চ আদালতে মামলার জট হ্রাস করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত রেন্সজে তেরিংক বলেন, "বাংলাদেশের উন্নয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পরীক্ষিত বন্ধু। আমরা আশা করি, এই আইন সংশোধনের ফলে অন্যান্য আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গ্রাম আদালত পরিচালন প্রক্রিয়া সহজতর হবে এবং সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম হবে।"

ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি জনাব সুদীপ্ত মুখার্জী বলেন, বাংলাদেশে অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার কৌশল হিসেবে গ্রাম আদালত বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি বাস্তবায়নে এটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে। তিনি বাংলাদেশের গ্রাম আদালত প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে সমর্থন দানের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সরকার ও স্থানীয় সরকার বিভাগকে ধন্যবাদ জানান।

সভাপতির বক্তব্যে সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ বলেন, গ্রাম আদালতের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। গ্রাম আদালতে বিচার চাইবার পাশাপাশি বিচারিক প্যানেলের সদস্য হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়ও নারীরা তাদের সক্ষমতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সরকার গ্রাম আদালত উন্নয়নে কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম আদালতকে সক্রিয়করণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মামলার জট কমানোর জন্য ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গ্রাম আদালত কার্যকরণের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে গ্রাম আদালত কার্যকরীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনাও প্রদান করেছেন। সভায় প্রাপ্ত সুপারিশমালা সমন্বয় করে স্থানীয় সরকার বিভাগ আইনটি সংশোধনে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব তাজুল ইসলাম পরামর্শ সভায় বিশেষ অতিথি বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত রেন্সজে তেরিংককে ক্রেস্ট উপহার প্রদান করছেন।

ঢাকায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত হয় ওয়েবভিত্তিক গ্রাম আদালত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (VCMIS) উপর ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ।

ওয়েবভিত্তিক গ্রাম আদালত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ

গ্রাম আদালতের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)" প্রকল্প কর্তৃক ওয়েবভিত্তিক গ্রাম আদালত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (VCMIS) উপর পরীক্ষামূলকভাবে ৩ দিন ব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রাথমিকভাবে উক্ত বিষয়ের উপর সম্যক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত ৬টি জেলার আওতাধীন ২৭টি ইউনিয়নের ২৭ জন হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর (এএসিও), ২৭ জন ইউপি সচিব ও ৬ জন ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটরকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঢাকাস্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-এর প্রশিক্ষণ কক্ষে গত ২১ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং ৫ জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত প্রথম ধাপে ৩টি ব্যাচে এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ১১ জেলার নির্দিষ্ট ১০০টি ইউনিয়নের ১০০ জন হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর (এএসিও), ১০০ জন ইউপি সচিব ও ১১ জন ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটরকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারী এবং ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটরগণ ওয়েব-ভিত্তিক VCMIS কি, এর মাধ্যমে কিভাবে গ্রাম আদালতের তথ্য সংরক্ষণ ও সময়ভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন।

প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো, এএসিও এবং ইউপি সচিবদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা যাতে তারা নিয়মিতভাবে তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে নির্ভুলভাবে গ্রাম আদালতের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। প্রশিক্ষণ শেষে সংশ্লিষ্ট এএসিও এবং ইউপি সচিবগণ নিয়মিতভাবে গ্রাম আদালত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ভুলভাবে হালনাগাদ করতে পারবে বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি, এই পদ্ধতির অন্যান্য ব্যবহারকারীগণ যেমন, ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ যেকোন সময়ে স্ব-স্ব কর্মস্থলে বসেই যেকোন ইউনিয়নের গ্রাম আদালতের সংখ্যাতাত্ত্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন এবং চাহিদামত সময়ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারবেন।

ওয়েবভিত্তিক গ্রাম আদালত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ।

নেত্রকোনার মদনে বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (ডিএমআইই) পদ্ধতির উপর একটি প্রশিক্ষণ।

ডিএমআইই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের উদ্যোগে উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (ডিএমআইই) পদ্ধতির উপর দিনব্যাপী অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ডিসেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিবেদন তৈরিসহ স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিবীক্ষণে সার্বিক সহায়তা প্রদানে প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব, হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও গ্রাম আদালত সহকারীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে ডিএমআইই পদ্ধতির উপর ১২৮টি উপজেলায় দিনব্যাপী ১৫০টি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

গ্রাম আদালত কার্যক্রমকে সঠিকভাবে মনিটরিং করার মাধ্যমে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম জোরদারকরণ, গতিশীলতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ ডিএমআইই পদ্ধতি তৈরি করে সারা দেশে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। ডিএমআইই পদ্ধতি অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বরাবর এবং উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার কর্তৃক মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগকে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করার নির্দেশনা রয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন এবং পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর তথ্যাদি প্রেরণ করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন এবং পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বরাবর তথ্যাদি প্রেরণ করবেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন এবং পরবর্তী মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগকে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করবেন এবং সার্বিক অবগতির জন্য উক্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসক/জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা জজ বরাবর প্রেরণ করবেন।

প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব, হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও গ্রাম আদালত সহকারীদের ডিএমআইই পদ্ধতির উপর সম্যক ধারণা প্রদান করা যেন তারা ডিএমআইই পদ্ধতির উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে, ডিএমআইই পদ্ধতি বাস্তবায়নে ইউপি প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্মীর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারে, নিয়মিতভাবে গ্রাম আদালতে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারে এবং ডিএমআইই পদ্ধতি বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা করতে পারে।

একটি সাধারণ সূচিপত্রের আলোকে ডিএমআইই পদ্ধতির উপর দিনব্যাপী অনাবাসিক প্রশিক্ষণটি ১০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে শুরু হয়ে এক মাসের মধ্যে ২৭টি জেলার ১২৮টি উপজেলায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি জেলায় হেড কার্বারীগণের নিকট প্রকল্প থেকে ফাইল কেবিনেট প্রদান করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রকল্পের অগ্রগতি

"বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)" প্রকল্পটি দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার সাধারণ জনগণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিচারিক সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদের স্থানীয় বিরোধ নিরসন পদ্ধতিকে উন্নত ও শক্তিশালীকরণ এবং গ্রাম আদালত প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটির কার্যক্রম পার্বত্য জেলাসমূহে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে সম্প্রসারণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

- রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি জেলায় মামলা ব্যবস্থাপনা ও নথি সংরক্ষণ- এর উপর ৫ দিন মেয়াদী ৬টি টিওটি (প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ) অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে হেডম্যান, কার্বারী এবং আইন পেশায় নিয়োজিত, স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তিবর্গ এবং উন্নয়ন কর্মীসহ মোট ১২৪ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন;
- তিনটি জেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা নিয়োগ হয়েছে এবং রাঙ্গামাটিতে প্রক্রিয়াধীন আছে;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অংশে চাক্মা, মারমা এবং ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার আইন এবং প্রথা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সংকলন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন, প্রবিধান সংকলন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- হেডম্যান এবং কার্বারীদের দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান জেলার অধীনে ১৯০৭ জন হেডম্যান এবং কার্বারীদের ফাইল কেবিনেট এবং ফার্নিচার (চেয়ার, টেবিল এবং বেঞ্চ) প্রদান করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলাতেও বিতরণ কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, ৩টি সার্কেল (চাক্মা, মং এবং বোমাং) চিফ-রাজ কার্যালয়, হেডম্যান ও কার্বারী এসোসিয়েশন, এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে নারী হেডম্যান ও কার্বারী এসোসিয়েশনকে দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে আইসিটি উপকরণ প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারের বিভিন্ন নাগরিক সেবাসমূহ সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগামে তিনটি জেলার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তিনটি ডিজিটাল সিটিজেন চার্টার প্রদান করা হয়েছে;
- খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রকল্পের সম্প্রসারিত অংশের উপর দু'টি অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে যেখানে বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সর্বমোট ২০৪ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন;
- গ্রাম আদালত বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলায় কর্মমুখী গবেষণা (Action Research) পরিচালনার জন্য ১৫টি ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়েছে;
- বান্দরবান জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ৪১ জন স্থানীয় নির্বাচিত (১৪ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ২৭ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য) জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে স্থানীয় পর্যায়ে বিচারিক ব্যবস্থা - এর উপর ২ দিন মেয়াদী ২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সংগতি (Harmonization)-এর উপর মতামত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলায় ৩টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মতবিনিময় সভায় সার্কেল চিফ, আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি, পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি, উকিল, পুলিশ প্রশাসন, সুশীল সমাজ, নারী সংগঠন, স্থানীয় সরকার এবং প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার প্রতিনিধিসহ মোট ১৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।
- স্থানীয় পর্যায়ে বিচারিক ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন অংশীজনদের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে ২টি কর্মশালা (নারীদের নিয়ে ১টি এবং স্কোপিং নিয়ে ১টি) আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় রাঙ্গামাটি সার্কেল চিফ, মানবাধিকার কমিশন-এর সাবেক সদস্য, সুশীল সমাজ, নারী সংগঠন, স্থানীয় সরকার এবং প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার প্রতিনিধিসহ মোট ১০৪ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।
- প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টকরণের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলায় ২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয় যেখানে সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, নারী সংগঠন, উকিল, প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার প্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনগণসহ মোট ৯৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

গণমাধ্যমে গ্রাম আদালত

গণমাধ্যমে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প এর খবর প্রকাশিত

“বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের বিবিধ তথ্য জানুয়ারি-নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমের (মুদ্রণ ও ইলেক্ট্রনিক) ৪৬৫টি সংবাদে উঠে এসেছে। এর মধ্যে ৯টি টিভি কাভারেজসহ ৪০টি সংবাদ জাতীয় গণমাধ্যমে এবং ৪১৬টি সংবাদ স্থানীয় গণমাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এসব সংবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো, নভেম্বর মাসে জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত ‘মামলার জট কমাতে গ্রাম আদালত কার্যকরের আহ্বান’ ও ইংরেজি দৈনিক Daily Sun -এ প্রকাশিত Amendment to Village Court Act on cards শিরোনামের দু’টি সংবাদ। এছাড়াও টিভি চ্যানেল যমুনা টিভিতে ‘শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার’ শিরোনামে একটি এবং ডিবিসি নিউজে ‘গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ সংশোধনের উদ্যোগ’ শিরোনামে একটি ফিচার বেশ কয়েকবার সম্প্রচার করা হয়েছে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত বেশির ভাগ সংবাদেই গ্রাম আদালতের সাফল্য, মোট মামলা, মামলা নিষ্পত্তির হার, উপকারভোগী ও অংশীজনদের মন্তব্য, সুপারিশ ইত্যাদি বিষয় জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রাম আদালত মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে

- জাতীয় প্রকল্প পরিচালক

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মরণ কুমার চক্রবর্তী বাংলাদেশে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ আরও সুগম করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক তার লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয় বিচারিক চাহিদা ও যথাযথ আইনি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকার পাশাপাশি 'বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প'-এর সফল বাস্তবায়নে অনবদ্য অবদান রাখছেন। এই পটভূমিকায় 'উচ্ছাস'-এর পক্ষ থেকে গ্রাম আদালত কার্যক্রম সম্পর্কে উনার অভিজ্ঞতা জানতে একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সাক্ষাৎকারটি নিম্নরূপ:

জনাব মরণ কুমার চক্রবর্তী
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ ২য় পর্যায় প্রকল্প ও অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

১. ১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত অধ্যাদেশের মাধ্যমে আমাদের দেশে গ্রাম আদালতের যাত্রা শুরু হয়। এই দীর্ঘ পথচলায় গ্রাম আদালতের সাফল্যকে আপনি কীভাবে দেখেন?

উত্তর: স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুততম সময়ে, স্বল্প খরচে ও সঠিকভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্য নিয়ে স্থানীয় জনগণের জন্য বিচারিক সুবিধা, মানবাধিকার রক্ষা নিশ্চিতকল্পে ১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত অধ্যাদেশের মাধ্যমে আমাদের দেশে গ্রাম আদালতের যাত্রা, এরপর গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ জারি এবং পরবর্তীতে ২০১৩ সালে আইনের কিছু অংশের সংশোধনীও করা হয়েছে যার লক্ষ্যই হচ্ছে গ্রামীণ সাধারণ জনগণের জন্য বিচারিক সেবা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা। উচ্চ আদালতের মামলার জট কমাতেও গ্রাম আদালত সহযোগিতা করছে। আমি উল্লেখ করতে চাই, এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১,০৮০টি ইউনিয়নে দুই লক্ষাধিক মামলা গ্রাম আদালতে বিচারিক সহযোগিতার জন্য এসেছে যার মধ্যে দশ হাজারের অধিক মামলা উচ্চ আদালত হতে প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রাম আদালত ঐ সমস্ত মামলাগুলো স্বল্প সময়ে (গড়ে ২২ দিনে) মিমাংসা করেছে। এতে মামলার ফি বাবদ দেওয়ানী মামলার জন্য ২০.০০ টাকা এবং ফৌজদারী মামলার জন্য ১০.০০ টাকা প্রদান করতে হয়। গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তি ও বাস্তবায়নের হারও খুব ভাল। তাই গ্রাম আদালত সেবা দিন দিন গ্রামীণ জনগনের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

২. গ্রাম আদালতকে শক্তিশালীকরণে আইনি কাঠামোতে কী কী পরিবর্তন আনা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: সময়ের সাথে জনপ্রিয়তার পাশাপাশি গ্রাম আদালত পরিচালনায় যোগ হয়েছে ভিন্ন মাত্রা, নানাবিধ চ্যালেঞ্জ। গত ২০১৩ সালে যদিও আইনের কিছু অংশে সংশোধনী আনা হয়েছিল কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিতে পুনরায় কিছু অংশে যুগোপযোগী ও মানসম্মত সংশোধনী ও সংযুক্তি পুনরায় আনা আবশ্যক। গ্রাম আদালতকে অধিকতর সফল, ফলপ্রসূ ও কার্যকরভাবে সক্রিয় করার জন্য সারাদেশে বিচার বিভাগ, জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, বিভিন্ন অংশীজন ও আইনজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় ও পর্যালোচনা করে কিছু প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ২৯শে নভেম্বর

মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ঢাকায় আমরা জাতীয় পর্যায়ে একটি পর্যালোচনা ও পরামর্শ সভা করেছি। সভায় বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গ্রাম আদালতের বিচারিক ক্ষমতা পঁচাত্তর হাজার টাকা থেকে দেড় লক্ষ টাকায় উন্নীত করা, গ্রামীণ পর্যায়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার পাশাপাশি পারিবারিক একটি বিষয় গ্রাম আদালতের আওতায় আনা, অন্যান্য আইনের সাথে সামঞ্জস্য ও সুস্পষ্টতা আনা, গ্রাম আদালত পরিচালনা প্রক্রিয়া সহজতর করা, সেবা প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গ্রাম আদালতে নারীর অভিগম্যতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নতুন বিষয়বস্তুগত এখতিয়ার যুক্ত করে নিষ্পত্তিযোগ্য বিরোধের পরিসর বৃদ্ধি করাসহ কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশসমূহ বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে।

৩. প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় ইউনিয়নসমূহে এই প্রকল্পকে সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর: বর্তমানে এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনডিপির সহায়তায় ১,০৮০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিভিন্ন অংশীজন ও উপকারভোগীদের মধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম আদালতের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। ফলে স্থানীয় সরকার বিভাগ বর্তমান প্রকল্পের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরও ৩,৪৭৪টি ইউনিয়নে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য কাজ করছে। আমি এ লক্ষ্যে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও ইউএনডিপির সহযোগিতা কামনা করছি।

৪. গ্রাম আদালতকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয় কী চিন্তা করছে?

উত্তর: গ্রাম আদালত কার্যক্রমে সহযোগিতা দিতে আমার মন্ত্রণালয় সদা প্রস্তুত ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের সকল ইউনিয়নে গ্রাম আদালত কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করার জন্য হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর (AACO) নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকায় ৩৭৭ জন AACO নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রকল্প হতে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে যাতে তারা প্রকল্প শেষে গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে পারে। এছাড়া গ্রাম আদালত কার্যক্রম মনিটরিং-এ স্থানীয় প্রশাসনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য গ্রাম আদালত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (VCMIS) তৈরি করা হয়েছে যা বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকায় গ্রাম আদালত কার্যক্রমে প্রকল্প কর্তৃক নিয়োগকৃত গ্রাম আদালত সহকারীর কাজ হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটরদের নিকট হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলমান আছে। এ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সবাই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৫. গ্রাম আদালত কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যারা সম্পৃক্ত তাদেরকে আপনার পরামর্শ কী?

উত্তর: জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে জনগণের দোরগোড়ায় মানসম্মত সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য চেয়ারম্যানদের দায়িত্ব সবথেকে বেশি। এ বিষয়ে সহযোগিতা বা পরামর্শের জন্য চেয়ারম্যানগণ ডিডিএলজি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন। নারীরা যাতে বিচারিক সেবা নিতে পারে তার সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে উনারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন, সপ্তাহে দু'দিন অবশ্যই গ্রাম আদালত এর জন্য সময় দিবেন, দ্রুততার সাথে সমস্যা সমাধান করে তার বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করাসহ নারীদের বিচারিক প্যানেলে মনোনয়নের জন্য চেয়ারম্যানরা সচেতনতা বাড়াবেন, বিধি মেনে যথাযথভাবে এজলাসে বসে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এ কার্যক্রমে আরও গতি আনতে উনারা মেধাভিত্তিক আলোচনা করবেন এবং অভিজ্ঞতাসমূহ কাজে লাগাবেন। গ্রাম আদালত পরিচালনায় চেয়ারম্যানগণকে সহায়তা প্রদান করার জন্য হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটরদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার জন্য চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ডিডিএলজিগণকে পরামর্শ প্রদান করছি। এছাড়া ডিডিএলজি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে গ্রাম আদালত কার্যক্রম নিয়মিতভাবে তদারকি করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

মাঠের কথা

ভৌমিকা বিরোধ নিষ্পত্তির সময় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে

"আমি আগে দেখেছি কার্বারীর কাছে বিরোধ নিষ্পত্তির সময় নারীর অংশগ্রহণ বলতে গেলে ছিলনা এবং কোন নারী উপস্থিত থাকলেও তাদের মতামত গ্রাহ্য করা হতো না। তবে এখন আমি বিরোধ নিষ্পত্তির সময় নারীর উপস্থিতির উপর অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছি এবং নারীরা যেন তাদের মতামত নির্ভয়ে প্রদান করতে পারে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি। আমার গ্রামে এখন বিচারের সময় নারীর অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানের হার আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এক্ষেত্রে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণটি আমার আস্থা ও সাহস যোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।"

মিসেস ভৌমিকা ত্রিপুরা, মহিলা কার্বারী, যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়া, ২৫২ নং থলি পাড়া মৌজা, মহালছড়ি সদর ইউনিয়ন, মহালছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

উজির খাঁ গ্রাম আদালতে মামলা করে বিচার পেলেন

"আমাদের সমস্যাটির সমাধান এত সহজে হবে ভাবতে পারি নাই। ধন্যবাদ শিকারমংগল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ গ্রাম আদালতের সকলকে। আমি একজন কৃষক। আমার এই বিরোধীয় বিষয়টি নিয়ে থানায় মামলা করলে অথবা মাদারীপুর জেলায় গিয়ে মামলা পরিচালনা করলে আমার অনেক টাকা ব্যয় হত। অনেক আর্থিক, মানসিক কষ্ট হত এবং হয়রানির শিকার হতাম। ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে মামলা করে আমি প্রতিবেশী মোঃ ওহাব আলী আকন-এর কাছ থেকে আমার পাওনা ৬৫ হাজার টাকা গত ২৯ জুলাই, ২০২০ ফেরত পাই। গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সহজেই সেই সমস্যার সমাধান পেয়েছি।"

- মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার শিকারমংগল ইউনিয়নের চর ফতে বাহাদুর গ্রামের উজির খাঁ

চিকিৎসার খরচ পেলেন বিচারপ্রার্থী আহেদ আলী

"হামরা যদি গ্রাম্য আদালতত বিচার না দিনু হয়, তাইলে চিকিৎসার টাকা পাইনু না হয়। ওমার সাতে হামার কাথাও কওয়া হইল না হয়।" আহেদ আলীর স্ত্রী রোকেয়া বেগমের প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়ার পাশাপাশি হাতাহাতিও হয়, যে কারণে আহেদ আলীর স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। এ বিষয়ে আহেদ আলী স্থানীয় গ্রাম আদালতে বিচার প্রার্থী হয়। গ্রাম আদালতে প্রতিবাদী মোছাঃ গোলাপী বেগম তার ভুল স্বীকার করে এবং আবেদনকারীকে চিকিৎসার জন্য ৩,৫০০/- টাকা দিতে রাজি হয়।

মোঃ আহেদ আলী, পূর্ব দেবীডুবা গ্রামের বাসিন্দা, দেবীগঞ্জ উপজেলা, পঞ্চগড়।

রতন নন্দী ফেরত পেল পাওনা বিশ হাজার টাকা

"গেরাম আদালতত মাত্র ২০ টিয়া দিয়েরে যে আঁই বিশ হাজার টিয়া ফেরত পাইয়ুম জীবনত ন ভাবি, আঁর টিয়াগুন আদায় গরি দিয়ে দে ইয়ানল্লাই আঁরার চেয়ারম্যানরে ধইন্যবাদ" (গ্রাম আদালতে মাত্র বিশ টাকা ফি দিয়ে যে আমি বিশ হাজার টাকা এত অল্প সময়ে ফেরত পাব জীবনেও ভাবিনি, আমার পাওনা টাকা উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয়কে ধন্যবাদ)। প্রতিবেশী দিনমজুর ধনা দাশকে ধার দিয়ে টাকা ফেরত পাচ্ছিল না রতন নন্দী। অবশেষে গ্রাম আদালত তার সমস্যার সমাধান করে।

রতন নন্দী, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়নের নন্দী পাড়া গ্রামের কৃষক

ঘোষণা: এ প্রকাশনাটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে তৈরি। এর বিষয়বস্তু ও মতামত বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প -এর একান্ত নিজস্ব এবং এটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের কোনো মতামত প্রতিফলিত করে না। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনডিপি-এর সহায়তায় ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ, আইডিবি ভবন (লেভেল ১২), শের-ই-বাংলা নগর আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

ফোন: +৮৮ ০২ ৯১৮৩৪৬৬-৮

info.avcb@undp.org | www.facebook.com/villagecourts | @villagecourts

www.villagecourts.org | activating village courts in bangladesh phase II